MAR. 8 1999
২১০
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতীয়ভাবে সংরক্ষণ এবং পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হয়েছে। গতকাল রোববার জাদুঘরের প্রদর্শনী কক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি নিবিড় আলোচনা বৈঠক' শিরোনামে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পানিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ২৫ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ভাষণে স্বাধীনতার পাশাপাশি মুক্তি সংগ্রামের অঙ্গীকারও ছিল- যা এখনো চলছে।

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, ৭ মার্চের ভাষণে ছাত্র-যুবকদের প্রবল আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধু সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিতেন। তিনি যা বলতেন জীবন দিয়ে হলেও তা রক্ষা করতেন। মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আ স ম আব্দুর রব বলেন, ৭ মার্চের সেই ভাষণে সমগ্র জাতির দিকনির্দেশনা নিহিত ছিল।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, 'যখনই সংকট উত্তরণের প্রশ্ন আসে তখন ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের প্রেরণা যোগায়, উদ্দীপ্ত করে।'

ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, ৭ মার্চের ভাষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং নতুন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি চরম পর্যায় হলো অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ।

মতবিনিময় সভায় সমন্বয় করেন অধ্যাপক মুনতাসির মামুন। আরো বক্তব্য রাখেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, ফারুক চৌধুরী, সাংবাদিক এ বি এম মূসা, শাহরিয়ার কবির, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক, ড. আতিউর রহমান, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সেলিনা হোসেন এবং জাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তুর বিন্যাস, ভাষা, বাক্য-নির্মাণসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।